কথানদী

পঙ্কজ সাহা

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

সূচিপত্র

কবিতা খুঁজছে কবিতা ৯
ছড়ানো পট ১০
এইটুকু পৃথিবী ১১
আলো অন্ধকারের চুম্বনের শব্দে ১২
অন্ধকারে অন্ধ চোখে ১৩
আদি তাল তরঙ্গ ১৪
এই চোখ মেলে দেওয়া ১৫
বেঁচে থাকার ইতিহাস ১৬
বসন্তের জন্যে ১৭
ফেরারী বসন্তে ১৮
মাটি স্পর্শ ১৯
পৃথিবী কি শেষ ঠিকানায় ২০
তার নামের অনুবাদ ২১
একটি প্রেমের টেরাকোটা ২২
কথাচারিতা ২৩
সময় যাপনের চিত্রনাট্য ২৪
বন্ধু ২৬
অনির্বাণ ভুল ২৭
কৃষ্ণনগরে পৌঁছে ২৮

মুখ	২৯
মৌহূর্তিক	৩০
ছল	৩১
এখন	৩২
জীবন	৩৩
বেঁচে থাকার মধ্যে	৩৪
ভ্রষ্ট স্মৃতি	৩৫
আমি কার তর্জনী ছুঁয়ে	৩৬
দেরি হলো	৩৭
আমাকে ঘিরে ধরে	৩৮
একলা স্বদেশ	৩৯
পারাপার নেই	৪১
কথার টুকরো, টুকরো কথা	৪২
ছিটকে পড়েছিলো তারারা	৪৪
আকাশের নীচে	৪৫
স্মৃতিকক্ষে স্বেচ্ছাবন্দী	৪৬
পোশাক বদল	৪৭
সীমানা পারাপার	৪৮
দ্রিমি দ্রিমি জাগছে	৪৯
দুঃখ পথ ধরে	৫০
হাওয়ায় উড়বে	৫১
সময় জ্ঞাপন	৫২
কোন এক ইঙ্গিত	৫৩
দুঃখের দিকে ফিরে	৫৪
চিরকুট	৫৫
একটা ছবি দুঃখ-শোভন	৫৬
আরেক বেঁচে থাকার	৫৭
হলুদ বল লাল বল	৫৮
স্বপ্নের ঘুম	৫৯

ভাবতে ভাবতেই	৬০
বয়ে যায়	৬১
কোন এক ইঙ্গিত	৬৩
যাকে তুমি	৬৪
যে গান গাইছিলো	৬৫
মিসড্ কল	৬৬
মাইকেল জ্যাকসন, তুমি চলে যাবার পরে	৬৭
কচ্ছপের মতো হেঁটে	৬৮
পতাকা উড়ে বেড়াবে	৬৯
অবিশ্বাস	৭০
নেই আলো অন্ধকার	৭১

কবিতা খুঁজছে কবিতা

কবিতাকে খুঁজছে
কিছু শব্দ, কোন ছন্দ,
কিছু যতিচিহ্ন, কোন নৈঃশব্দ্য।

কবিতা খুঁজছে অচেনা জলের শব্দ,
বালিয়াড়ির হাওয়ার ঝাপট,
গভীর খাদের অন্তহীন অন্ধকার।

কবিতাকে খুঁজছে হলুদ বিষাদ,
নিরক্ত আক্রমণ, ম্যাজেন্টা সমর্পণ,
ফিরে-আসা ঘূর্ণি হাওয়া।

কবিতা খুঁজছে আত্মবিরোধী আলো,
চেয়ে-থাকা চোখ, একা-থাকা ঘর,
ঘরের বাইরে শেষহীন চরাচর।

কবিতাকে খুঁজছে মানুষের না-চেনা মানুষ,
কবিতা খুঁজছে না-লেখা কবিতা।

ছড়ানো পট

নদীর ধারে দাঁড়িয়ে লোকটি বললো
আমি পাপী
তাই ভেঙে যাচ্ছি,
জল বললো—এসো,
তারপর তার দুঃখ ভাসিয়ে
দুই পারে দিলো—ছলাৎ।

গাছের কাছে এসে হাওয়া বললো
ক্ষমা করো,
তারপর সমূলে উৎপাটিত হলো
সেই বৃক্ষ,
গাছের আশ্রয়ের পাখিরা
সমস্বরে বললো—যাই,
আসবাব বানানোর লোকেরা এসে
নিয়ে গেলো সেই গাছের শব।

যাদুঘর থেকে শতকভোলা এক বুদ্ধমূর্তি
পথে নেমে ভিক্ষে চাইলো,
সমকালকে সে ভিক্ষুর তিলক পরাবে,
ইতিহাসের কিছু ছেঁড়া পাতা
উড়ে এসে
তাকে আড়ালে নিলো।

২৩.৮.২০০১

এইটুকু পৃথিবী

এইখানে একফালি থাকা
এইটুকু পৃথিবী দুজীবনে আঁকা

লতানো ছায়া দুব্বো ঘাস
দুহাতে মায়া ফুলাভাস

পাতায় পাতায় গান
ঘরে ঘরেরই ধুলোটান

আধখানা দেখা এইটুকু শোনা
কথার জাজিম কথাতেই বোনা

এইখানে একবিন্দু ঘর
এ জীবন তবু আত্মপর।

১১.৯.২০০৪

আলো অন্ধকারের চুম্বনের শব্দে

চাঁদের উল্টোপিঠে
কোন কথা কানাকানি!

আমি রাতের সন্ধিতে

চাঁদ-পলাতক রাতে
কেবল মেঘ ওড়াউড়ি
শুধু স্মৃতির কাটাকাটি

সময়কে চৌখুপিতে ধরতে রাত
খুঁটে খুঁটে স্বপ্নকে ঠোঁটে আনে,
আকাশে আকাশে
আলো অন্ধকারের চুম্বনের শব্দে
আমি চকিতে জেগে উঠি।

১৬.১.২০০৫

অন্ধকারে অন্ধ চোখে

অন্ধকারের মধ্যে অন্ধ চোখে
আমি অন্ধকারকে খুঁজছি,
আমার চারপাশে রক্তাক্ত হচ্ছে
নগরীর পথ উঠোন,
রক্ত ছলকে লাগছে আমার ঠোঁটে।

বিষাদের ফলার মতো চাঁদ
ছুটছে মেঘের আড়ালে আড়ালে,
কে কার সঙ্গে যুদ্ধ করছে আজ
কার সঙ্গে কার সন্ধি হবার কথা ছিলো!
অর্বাচীন সেই অতীতের
হিসেবের খেরোর খাতা
গ্রাস করছে লক্ষ লক্ষ কম্পূটার,
বালির মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ছে
জেট বিমান,
তাকে চেখে দেখছে
এক হাজার উট।

তুমি মহাকাশ থেকে নেমে এসে
আমাকে নেবে
তোমার হাত আমাকে স্পর্শ করবে
কথা ছিলো আজ রাতেই,
তোমারও হাত কি রক্তাক্ত!

আমি খুঁজছি অন্ধ চোখে।

১৪.৬.২০০৫